চিন্তা-কানন।

দুর্গা-পূজা।

সুখদা এলে মা বঙ্গে সুখী বঙ্গবাসী।
তিন দিবসের জন্য, কৈলাস করিয়া শূন্য,
ধরণী হইল ধন্য চরণ পরশি।

২

প্রবাসী আসিছে বাসে কতই আমোদে!
চির নির্ব্বাসিত যারা, আসিবেনা আর তারা,
তবে কি মা চিরদিন যাপিব বিষাদে!

৩

তবে কি আনন্দময়ী এ আনন্দ দিনে,
মলিন বদনে হায়, দুটী চক্ষু ভেসে যায়,
দুখিনীর বেশে বাস ভূষণ বিহনে।

৪

স্বর্ণ অলঙ্কারে তুমি ভূষিতা জননী,
তোমার সম্মুখে গিয়ে, পদ যুগে প্রণমিয়ে,
দাঁড়াইলে অনাথিনী তোমার নন্দিনী,

৫

তখন মা কি কথা বলিয়ে প্রবোধিবে ?
তুষিবে কি আশীর্ব্বাদে, কি বর দিয়ে বরদে,
বলগো মা অন্তরের জ্বালা নিবাইবে ?

৬

সুবর্ণ প্রতিমা যবে হবে বিসর্জ্জন,
যাবগো তোমার সঙ্গে, ভাসিব সিন্ধু-তরঙ্গে,
ও চরণে এই ভিক্ষা মাগে অকিঞ্চন ।

৭

লইব না ব্রহ্মময়ী তোমার শরণ,
দেখিব না দশভুজা, করিব না আর পুজা,
চাহিবনা আর ধন মনের মতন ।

৮

আর আমি করিব না শুভ আচরণ,
সাজায়ে বরণ ডালা, ধূপ দীপ ফুলমালা
জবা বিল্বদল শতদল সচন্দন ।

৯

বাজাব না শঙ্খ তব আগমন কালে,
দিব না জলের ধারা, ওগো হর-মনোহরা,
লিখেছ অশুভ সব অভাগীর ভালে ।

১০

দিবনা অঞ্জলি পদে বিপদনাশিকে,
আহ্বান করিয়া দ্বিজে, কুমারী সধবা পূ'জে,
চাহিব না শুভ ফল আর গো অম্বিকে !

১১

করিব না গৃহ দ্বার সিন্দূরে রঞ্জিত,
বারিপূর্ণ ঘট রেখে, সাজাইয়া আম্র শাখে,
মঙ্গল কদলী-বৃক্ষ করিয়া স্থাপিত।

১২

শঙ্খ শাড়ী লৌহ রুলি দিবনা মা আর,
সিন্দূর তোমার ভালে, দিবনা মা এই কালে,
এই কালে এই হলো কপালে আমার।

১৩

করিব না আর মহাষ্টমী মহাব্রত,
আশা পূর্ণ কর ব'লে, হাতে মাথে ধুনা জ্বেলে,
তোমার সম্মুখে ব'সে ভক্তিযুক্ত চিত।

১৪

সঙ্কটে শঙ্করী তোমা মানিব না আর,
রক্ষা কর রক্ষাকালী, একথা কি আর বলি,
বুক চিরে রক্ত দিয়া শুধিব না ধার।

১৫

সমাপিয়ে সন্ধ্যা নবমীর মহোৎসব,
জ্বালিয়া নূতন বাতি, তোমার আরতী সতি
দেখিতে উৎসুক বঙ্গ-পুরনারী সব ;

১৬

সে আমোদে আমোদিতা হবে না দুখিনী,
ভূষি নব অলঙ্কারে, নূতন বসন প'রে,
অলক্তে রঞ্জিত ক'রে চরণ দুখানি,

১৭

নূতন দর্পণে মুখ দেখিব না আর ;
নূতন চিরুনি ধ'রে, কেশ পরিষ্কার ক'রে,
সাজাব না আর তাতে কুসুমের হার ।

১৮

গন্ধদ্রব্য এ শরীরে মাখিবনা আর ।
ব'লে কি জানাব আমি, অন্তরে মা জান তুমি,
অন্তর্যামি অন্তরের জ্বালা বিধবার ।

১৯

কাঁদিব না আর মাগো দক্ষিণান্ত হ'লে ;
ভয়ে হবনা উতলা, ভে'বে মন্দ অশ্ব দোলা,
হব না নির্ভয় হস্তী তরণীতে এলে ।

২০

পঞ্চগুঁড়ি আসনে মা বসাব না আর ;
আলেপনা চিত্র তুলি, বিল্বমূলে এস বলি,
করিব না ষষ্ঠীবেলা বরণ তোমার।

২১

হে সর্ব্ব-মঙ্গলে তুমি মঙ্গল-দায়িকে,
দেশের মঙ্গল লাগি, মা গো এই ভিক্ষা মাগি,
দাও চতুর্বর্গ বাঞ্ছা পূরাও কালিকে।

২২

আগামী বৎসরে শিবে এস মা আবার,
থাক লক্ষ্মী কৃপা ক'রে, অন্নপূর্ণা তব বরে
পূর্ণ হ'ক অপর্ণা গো এ বঙ্গ ভাণ্ডার।

২৩

চির দুঃখী বঙ্গ মাগো জগত ভিতরে,
সর্ব্ব জাতি নিন্দে অতি, দয়া কর তার প্রতি,
দুর্ভিক্ষ মড়ক ভয়ে রাখ কৃপা ক'রে।

২৪

আমাকে তো ত্যজেছ মা জনমের তরে,
সহুক সে মোর প্রাণে, দেখো মা বঙ্গের পানে,
সম ভাবে চির দিন করুণ অন্তরে।

২৫

শুভ অমাবস্যা বঙ্গে আসিবে মা তুমি,
স্থাপি ঘট চণ্ডী-পাঠ, বিবিধ বাজনা নাট
সর্ব্ব সুখে পরিপূর্ণ এ ভারত ভূমি।

২৬

নবমীর মহোৎসব তোমার উদ্দেশে,
তোমার ভকত সবে, জাগে রাত্রি মহোৎসবে
অভাগিনী জাগে নিশি চক্ষু জলে ভে'সে।

২৭

এস লক্ষ্মী থাক ঘরে বলিব না আর,
সুমঙ্গল সন্ধ্যাকালে, শঙ্খ ধ্বনি দীপ জ্বেলে,
কমলা কমলফুলে চরণ তোমার

২৮

সাজাব না ব্রহ্মময়ী আর মন সাধে।
শ্রীহীন কুৎসিত বেশে, যে'তে লক্ষ্মী তব পাশে,
লজ্জা হয় দুখে বুক ফাটে মন খেদে।

২৯

পঞ্চ উপচারে পুজা পঞ্চ দীপ জ্বেলে,
অপর বাসনা নাই, কেবল পঞ্চত্ব পাই,
এই ভিক্ষা চাই মাগো চরণ কমলে।

৩০

মত্তে কেহ নাই তত্ত্ব করে একবার,
দুর্গোৎসব মহাদিনে, দিন পায় অতি দীনে,
চির দিন সমদিন রহিল আমার।

কোকিল।

আহা কি মধুর সুর তোমার কোকিল!
তোমার মতন পাখি, নাই শুনি নাই দেখি,
কি সুধা ছড়ায়ে তুমি তুষিছ অখিল!

২

সুন্দর অনেক পাখি আছে এজগতে,
কিন্তু তুমি হও কাল, গুণেতে করেছ আলো,
গুণ নাই রূপ রাশি কি কাজ তাহাতে।

৩

সুন্দর শিমুল ফুল দেখিতে কেবল,
কিন্তু বিহীন সৌরভ, কে করে তার গৌরব,
গুণ নাই রূপ রাশি মাখালের ফল।

৪

গুণ নাই বঙ্গ বামা আদর কিসের,
গালাপের ফুল হেন, ননীর পুতলী যেন,
সুকুমারী সুকুমার মতি ইহাদের।

৫

এই আর্য্য ভূমে আর্য্য বালা বীর্য্যবতী,
করিল অপূর্ব্ব লীলা, সরলা সুশীলা বালা,
ধন্য রবে পূর্ণ এবে এই বসুমতী।

৬

হায় এবে বঙ্গ অন্তঃপুর-কারা-বাসে!
বিষাদ-খনির মাঝে, রমণীকুল বিরাজে,
কেহনা সম্ভাষে তারে কেহনা জিজ্ঞাসে।

৭

ভীষণ শ্মশানে বালা সহায় বিহনে,
দুর্ব্বল নয়ন-হীনা, ম্লান-মুখী অতি দীনা,
চির দিন যাপে দিন পোড়ে মনাগুণে।

৮

কোথা মা ভারতেশ্বরী তুমি আছ দূরে,
এক বার বঙ্গদেশে, দেখ গো জননী এসে,
অনন্ত যন্ত্রণা ভোগে নারী অন্তঃপুরে।

৯

অপরাধী জনে শাস্তি রাজার বিচার,
কোন অপরাধ নাই, মরমেতে ব্যথা পাই,
তাইগো জানাই মাতঃ নিকটে তোমার।

১০

যখন যমুনা তীরে দিল্লীর প্রাসাদে,
পাণ্ডবের রাজধানী, অভিষিক্তা অধিরাণী,
গাইল যশের ধ্বনি ধরণী আমোদে,

১১

রাজসূয় মহা যজ্ঞ কর কলিকালে,
লক্ষ রাজা কর নিয়ে, কর যোড়ে দাঁড়াইয়ে
হয় অবনত সবে তব পদতলে,

১২

গৌরবে হইল পূর্ণ ধন্য পুণ্যবতী,
সুনীতিতে পাল রাজ্য, অতুলনা বলবীর্য্য,
সন্তানের তুল্য স্নেহ প্রজাদের প্রতি।

১৩

কত বন্দী পেলে মুক্তি হ'ল দোষ ক্ষমা।
মনে মনে করি ভক্তি, তোমার কৃপায় মুক্তি
কেন গো পেলে না এ দুখিনী বঙ্গবালা ?

১৪

বুঝি আমাদের দশা জাননা মা তুমি ;
জানিলে অবশ্য তার, করিতে গো প্রতিকার,
এত অবিচার তব অধিকার ভুমি ?

১৫

নারীকুলেশ্বরী তুমি নরের ঈশ্বরী ;
কে এমন বন্ধু আছে, বলে গিয়া তব কাছে,
উচ্চৈঃস্বরে বঙ্গনারী কাঁদে তোমা স্মরি।

১৬

তব সুত এলে বঙ্গে বঙ্গবাসী যত,
হেরে সে পবিত্র মুখ, হৃদয়েতে পেয়ে সুখ,
ধন্য হল পদতলে শির করি নত।

১৭

ভারতের ভাবী রাজা দরশন আসে,
অন্তঃপুরবাসী কাঁদে, আত্ম জনে কত সাধে;
আমরা দেখিব তাঁরে মনের উল্লাসে।

১৮

কোন মতে পূরিল না মনের বাসনা ;
একবার গৃহ ত্যেজে, যেতে রাজপথ মাঝে,
পারিল না পরাধীনা অনুমতি বিনা।

———

প্রমীলা।

উঠ শ্বশ্রূদেবী, সম্বর শোক,
হারে রক্ষোরাজ হাসিল লোক,
ভাসা কি উচিত দুঃখের তরঙ্গে ?
জয় ধ্বনি দেয় বিপক্ষে রঙ্গে ?
ধরি প্রহরণ করি গিয়া রণ,
দেখিব কেমন রাঘব লক্ষ্মণ।
দেখাব কেমন বামা বীর্য্যবতী,
বুঝিব কেমন যোঝে রঘু রথী।
জানিব কেমন তাদের কৌশল,
দেখাব কেমন অবলার বল।
দেখিব কেমন মন্ত্রী জাম্বুবান।
অনন্ত সাগরে ভাসালে পাষাণ।
ঘুচাব সে বল মিলি বামাদল।
পদাঘাতে সেতু দিব সিন্ধুতল।
ব্রহ্মাণ্ড-পূজিত এই রত্নাকর।
হইল ভিখারি রামের কিঙ্কর।
দেখিব সুগ্রীব কত বল ধরে,
সহোদর-শত্রু অধম পামরে ;
কি ভীষণ শত্রু সেই বিভীষণে,
দেখি কে বাঁচায় প্রমীলার রণে।

১৫

নারীকুলেশ্বরী তুমি নরের ঈশ্বরী ;
কে এমন বন্ধু আছে, বলে গিয়া তব কাছে,
উচ্চৈঃস্বরে বঙ্গনারী কাঁদে তোমা স্মরি।

১৬

তব সুত এলে বঙ্গে বঙ্গবাসী যত,
হেরে সে পবিত্র মুখ, হৃদয়েতে পেয়ে সুখ,
ধন্য হল পদতলে শির করি নত।

১৭

ভারতের ভাবী রাজা দরশন আসে,
অন্তঃপুরবাসী কাঁদে, আত্ম জনে কত সাধে;
আমরা দেখিব তাঁরে মনের উল্লাসে।

১৮

কোন মতে পূরিল না মনের বাসনা ;
একবার গৃহ ত্যেজে, যেতে রাজপথ মাঝে,
পারিল না পরাধীনা অনুমতি বিনা।

প্রমীলা।

উঠ শ্বশ্রূদেবী, সম্বর শোক,
হারে রক্ষোরাজ হাসিল লোক,
ভাসা কি উচিত দুঃখের তরঙ্গে ?
জয় ধ্বনি দেয় বিপক্ষে রঙ্গে ?
ধরি প্রহরণ করি গিয়া রণ,
দেখিব কেমন রাঘব লক্ষ্মণ।
দেখাব কেমন বামা বীর্য্যবতী,
বুঝিব কেমন যোঝে রঘু রথী।
জানিব কেমন তাদের কৌশল,
দেখাব কেমন অবলার বল।
দেখিব কেমন মন্ত্রী জাম্বুবান।
অনন্ত সাগরে ভাসালে পাষাণ।
ঘুচাব সে বল মিলি বামাদল।
পদাঘাতে সেতু দিব সিন্ধুতল।
ব্রহ্মাণ্ড-পূজিত এই রত্নাকর।
হইল ভিখারি রামের কিঙ্কর।
দেখিব সুগ্রীব কত বল ধরে,
সহোদর-শত্রু অধম পামরে ;
কি ভীষণ শত্রু সেই বিভীষণে,
দেখি কে বাঁচায় প্রমীলার রণে।

যেমন অন্যায় করিল নিষ্ঠুর
করিব তাহার অহঙ্কার দূর ;
মানিব না আর কারো অনুরোধ,
করিব সমর দিব প্রতিশোধ।
কুলবধূ হই সভার মাঝ।
আমি বীরবালা কিসের লাজ ?
যুদ্ধের কৌশল প্রাণেশ্বর কাছে
শিখেছি সকল ভয় কিবা আছে ?
আমি বীরপত্নী এ প্রতিজ্ঞা স্থির,
কাটিব সকল রথীর শির।
বনের বানর সেই হনূমান,
রাম-সেনাপতি অতি বলবান,
লঙ্ঘিয়া সাগর হয়েছিল পার,
পোড়াইয়ে লঙ্কা করে ছার খার।
তার কাছে পরাজিত দশানন ?
ত্রিলোক-বিখ্যাত যার শরাসন !
যার ভয়ে দিকপাল স্থির নয়।
শমন-দমন রাবণ দুর্জ্জয়।
তাহার মহিষী বীর-প্রসবিনী,
রক্ষঃ-কুলেশ্বরী দানব-নন্দিনী।
তবে কেন মাতঃ পতিতা ধূলায়,
কাতরা বিহ্বলা দুর্ব্বলার ন্যায়।

পশুর সহায়ে রাঘব সন্ন্যাসী
করে সর্ব্বনাশ সকল বিনাশি।
শরীরে সহে না এত অপমান;
সমর তরঙ্গে ঢালিব পরাণ।
তুল জয়ধ্বজা কর জয়ধ্বনি,
কর অনুমতি সাজিতে বাহিনী;
দেখাইবে আ'জ প্রমীলা সমর,
দেখি রামপক্ষে সহায় অমর!
করিব সমর ইন্দ্রজিত-তেজে,
আবার আনিব বেঁধে দেবরাজে,
রক্ষোরাজে দিব তারে উপহার,
রোধে সাধ্য হেন কোন্ দেবতার,
চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, পবন,
ধনপতি, ইন্দ্র, অনল, শমন?
কোন্ তুচ্ছ রাম তপস্বী ক্ষীণ,
বনবাসী সেই দরিদ্র দীন,
মিটাইব তার সমরের সাধ,
শৃগাল হইয়া সিংহ সনে বাদ?
হা নাথ অনাথা আজি তব প্রিয়ে,
জুড়ায় দাঁড়ায় কার মুখ চেয়ে?
তোমার মহিষী আমার সমান,
বীরপত্নী মাঝে কার এত মান?

যার ভয়ে দেব সশঙ্ক সদাই,
অমরাবতীতে তার ভয় নাই।
দিবাকর হীনতেজ যার তেজে,
যার পরাক্রম খ্যাত পৃথ্বী মাঝে;
নিঃশব্দে সাগর যাইত বহিয়ে,
অনল থাকিত শীতল হইয়ে,
ভয়ে ধীরে বায়ু বহিত সদাই,
যমের প্রভুত্ব যার কাছে নাই,
সেই নাই আর কারো নাই ভয়;
হইল এ তিন ভুবন নির্ভয়!
কর যোড়ে নমি জনক জননী,
জনমের মত বিদায় নন্দিনী।
সখি বাসন্তিকা সহিতে পারি না,
বিধি-বিড়ম্বনা বিধবা-যন্ত্রণা।
আজি শূন্য লঙ্কা, হত বাহুবল,
সৌভাগ্য তপন চির-অস্তাচল।
যাই যাই সখি যাইলো ত্বরায়,
আছেন প্রাণেশ মম অপেক্ষায়।
সহে না বিলম্ব হ'ল বহুক্ষণ,
করি নাই সেই পদ দরশন।
আ'জ সিন্ধু-কুলে জ্বলে তার চিতে,
যাই এ জীবন আহুতি ঢালিতে।

দেখুক জগত, দেখুক অবলা,
প্রমীলা নিবায় মরমের জ্বালা;
শিখুক সতীর উচিত যে কাজ,
দেখুক সকল দেবের সমাজ,
বিনাশিয়া রাম সহ সৈন্যদলে,
পূর্ণাহুতি দিবে স্বদেহ অনলে।
অবিধবা সতী তুইলো মৈথিলী
রাম শোকানলে অশোকে জ্বলিলি;
আ'জ শচি তোর ঘুচাইব মায়া,
কর অহঙ্কার অমরের জায়া;
দেবপত্নী তোরা আজি আমা সহ
সবাই হইবি চিতানলে দাহ।
যাহার কল্যাণ ভাবি দ্বিজগণ
করে চণ্ডীপাঠ করে স্বস্ত্যয়ন;
যাহার কুশলে লক্ষ লক্ষ দ্বিজে
লক্ষ লক্ষ শিব প্রতিদিন পূজে;
যার আয়ু যশ বৃদ্ধির কারণ
সদা লঙ্কাধামে মঙ্গলাচরণ;
দেব বৃহস্পতি যার শুভ ভে'বে
করে বেদপাঠ জয় জয় রবে;
যাহার মঙ্গল হৃদে চিন্তা করি
পূজেন জননী শঙ্কর শঙ্করী;

প্রতি প্রাতে যার সুযাত্রা কারণ
পূর্ণ কুম্ভ-কক্ষে থাকে কন্যাগণ ;
অতুল ঐশ্বর্য্য এ কনক পুরী,
লক্ষ লক্ষ রক্ষ যার আজ্ঞাকারী ;
পূর্ণাহুতি দিয়ে তুষে যে অনলে ;
অনির্ব্বাণ যার সমরাগ্নি জ্বলে ;
যার শরানলে জ্বলে বৈশ্বানর,
বিদীর্ণ পৃথিবী শুকায় সাগর ;
আজি সিন্ধু কূলে জ্বলে তার চিতে,
যাই এ জীবন আহুতি ঢালিতে।
শচীর ভূষণ ভুবন-সুন্দর
রতির গাঁথিত ফুল মনোহর,
(না শুকায় তাপে না হয় মলিন,
নূতন গৌরবে পূর্ণ প্রতিদিন,
মন্মথের চাপ হ'তে খসাইয়ে,)
ত্রৈলোক্য মোহিনী পৌলোমী হৃদয়ে ;
সে শোভা দেখিয়া প্রাণেশ আমার
সাধ ক'রে মোরে দিলা এই হার।
মম শ্বশ্রূ দেবী মুরজা যক্ষিণী,
তাঁর দেওয়া হার ফণিজাত মণি,
রত্নাকর-দত্ত মুকুতার মালা
উজ্জ্বলতা তার জিনিয়া চপলা ;

যে দিন ইন্দ্রকে জিনে ইন্দ্রজিত,
আদরে শ্বশুর হয়ে পুলকিত
নাথের সাক্ষাতে হাসিতে হাসিতে
পরাইয়া দেন আমার গলাতে।
তপে তুষ্ট হয়ে দেব পিতামহ
পুত্রবৎ তার প্রতি করি স্নেহ,
অক্ষয় সিন্দূর সাবিত্রীর ভালে
পরাইয়া দেন আমার কপালে;
থাকুক সিন্দূর মুছিব না আর,
থাকুক অঙ্গের সব অলঙ্কার;
থাকুক এসব, পুড়ুক পুড়ুক,
জ্বলুক জ্বলুক বিধবা জ্বলুক;
নিবুক নিবুক হৃদয়ের জ্বালা,
যা'ক পতি সহ পতিপ্রাণা বালা।
এত বলি সতী ভাসি চক্ষুজলে,
করে দুখশান্তি প্রবেশি অনলে।
জগতে যদি কেউ বিধবা থাকে,
দিয়ে শত ধিক্ প্রমীলা তাহাকে,
করুক অমরাবতীতে বসতি,
করুক অনন্ত সুখ সহ পতি।
সম্মুখ সমরে দেহ পরিহরি,
ত্রিদিব আলয়ে দেব-দেহ ধরি,

ভুলে মর্ত্ত্যদুখ বীর-চূড়ামণি,
প্রণয়ার্দ্র-চিত্তা হেরি প্রণয়িণী।
হাসিতে হাসিতে সতী-কুঞ্জ ধামে,
বসে বীর পত্নী প্রিয় পতি বামে,
শচী দত্ত ফুল মালা আভরণে,
স্বর্গীয় বিচিত্র বসন ভূষণে,
আসি বিদ্যাধরী সাজাইয়া দেয়;
শোভিত করিল অপূর্ব্ব শোভায়।
যেখানে সাবিত্রী দময়ন্তী বসে,
শকুন্তলা শৈব্যা পরম উল্লাসে,
সম্ভাষি আমোদে, সবাই আদরে
বসায় সতীরে সিংহাসনোপরে।
নাচিছে অপ্সরা গাইছে কিন্নরী,
গায় মন্দাকিনী কল কল করি,
গায় প্রতিধ্বনি সতীর মঙ্গল,
করে আশীর্ব্বাদ দেবতা সকল;
দুন্দুভির ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি শূন্যে,
স্বর্গে সুখোৎসব পতিব্রতা-পুণ্যে
মধ্যে রত্ন-বেদী বিলাস-মন্দির।
শত বিদ্যাধরী সেবিকা সতীর।

অনুশোচনা।

কি ভাব আনিলে আজি গো কল্পনে,
মর্ম্ম-বিদারক জাগ্রৎ স্বপনে;
করে অন্তর্দাহ অনন্ত যন্ত্রণা,
বিষময় এই বিষম শোচনা।
নহে স্বর্গ এই, পুণ্যাত্মা-আশ্রম,
একি! এ যে দেখি অনাথা-আশ্রম!
এর চারিদিকে জ্বলে বৈশ্বানর,
তাপেতে শুকায় তাপীর অন্তর,
পতিহীনা দীনা বিধবা রমণী,
বিষাদে এখানে যাপে একাকিনী।
নাই বেশ ভূষা কেশ এলাইত,
ভূতলে শয়ন, ধূলায় লুণ্ঠিত।
সংসার মায়ায় হইয়া মোহিত,
যে রমণী ছাড়ে পতির সহিত,
শরীর ধারণে নাই সুখলেশ,
পরিণামেতেও অশেষ কেলেশ।
পতিহীনা প্রতিপ্রাণা সতী সবে
আকুল পড়িয়া অকুল অর্ণবে।
অনাথা আশ্রমে এ দারুণ তাপে
দিবস যামিনী বিধবা যাপে।

সে দুখ জানিয়ে জগত জননী
ভবেশ ভাবিনী আকুল পরাণী,
বলে যোগিনীরে দয়ার্দ্র বচনে,
যাও তুমি যাও ত্বরিত গমনে ;
বিনা দোষে দুখ বিধবা পায়,
এ অন্যায় হৃদে সহা নাহি যায় ;
আন অনাথিনী বিধবা সকলে,
ভব দিবে মুক্তি আপনার বলে।
এতো শুনি বাণী চলিল যোগিনী,
অনাথা আশ্রমে যথা অনাথিনী ;
আশ্বাসি যোগিনী বিধবারে কয়,
ত্যজ দুঃখ তোরে ভবানী সদয়।
আছ অনাথিনি মনোদুখে শোকে,
মণিহারা ফণী শত ধারা চ'কে ;
শোচনায় দেহ জীবন শুকায়,
এখন ভাবিলে আছে কি উপায় !
যবে পতি তব অন্তিম শয্যায়,
কাতর নয়নে মুখ পানে চায়,
হ'ল না মমতা সে ঘটনা দেখে ?
হ'ল নাকি ঘৃণা এ শরীর রেখে,
হ'ল নাকি লজ্জা কিছু মনে মনে ?
হ'ল নাকি কষ্ট সে ধন নিধনে ?

সে সব প্রণয় করিয়া স্মরণ,
কি আশঙ্কা তার সহিত মরণ?
সে পবিত্র ভাব পবিত্র উৎসব,
জনমের তরে ঘুচে গেল সব!
কেবল শোচনা প্রবল প্রবাহ,
এই মর্ম্ম ভেদি বহে অহরহ।
এ কৈবল্য ধাম পবিত্র অচল,
কল্পতরু শিব দেন মোক্ষ ফল।
অচলা ভকতি রাখ সেই পদে,
পাইবে নিস্তার এ ঘোর বিপদে।
ভূতপূর্ব্ব সব বিস্মৃত হইবে,
আনন্দ কাননে বসতি করিবে।
এই বিল্বকুঞ্জে তুল বিল্ব দল;
সতী সরসীতে ফুটে শতদল।
রুধির চন্দনে মাখাইয়া জবা,
উমাপদে দিয়া দেখ কত শোভা।
রজত কাঞ্চন বরণ উজ্জ্বল,
রবি শশী জ্যোতি চরণ যুগল।
সতী আত্মা লয়ে ভবেশ আদেশে,
যোগিনী ভৈরবী কৈলাশে প্রবেশে।
সর্ব্ব সুখময় স্থান মনোহর,
সর্ব্ব দুখ হর মহেশ শঙ্কর।

ভবের প্রস্তাবে, ভব মায়া ঘোর,
ভুলিয়া আনন্দে হইয়া বিভোর ;
সতী-আত্মা বলে "দেব ত্রিলোচন,
সঙ্কটে তোমার লইনু শরণ।"
রাশি রাশি বিল্বদল পুষ্প তুলে,
চন্দনে মাখায়ে মন্দাকিনী জলে,
বলে "প্রভু আর কিছুই না চাই,
আর যেন পাপ সংসারে না যাই।"

তুমি কি কলঙ্কিনী ?

তোমা দরশন আশে এনু বৃন্দাবনে।
তোমা হৃদি শোকে ভরা, আমিও গো শোকাতুরা,
কাঁদিব তোমার সহ যমুনা পুলিনে।

২

গোলোক অমরাবতী শিবের কৈলাস,
সে সব সুখের ঠাঁই আমার বাসনা নাই,
জুড়াইতে আসি তাই তব পদ পাশ।

৩

সুখপূর্ণ এই ব্রজ দুখপূর্ণ দেখি ;
কুঞ্জে শ্যাম নাই ব'লে, ভ্রমর গুঞ্জে না ফুলে,
ডাকে না মনের সুখে শুক সারী পাখী।

৪

আর ত মনের সুখে থাক না এখন ;
তোমারি মতন রাধে, আমার পরাণ কাঁদে,
শত শক্তি-শেল হৃদে হয়েছে পতন।

৫

এখন বাজে না বাঁশী রাধা রাধা বলে ;
জলাঞ্জলি দিয়ে কুলে, জল আনিবার ছলে,
এখন এস না তুমি যমুনার জলে।

৬

এখন তেমন ক'রে কর না ক মান ;
আর ত তেমন ক'রে, কেউ সাধে না তোমারে,
আর ত ডাকে না কেউ, রাখে না ক মান।

৭

আর ত তেমন মন তোষেনা তোমার ;
কিছু ত্রুটি হ'লে পরে, অভিমানে অহঙ্কারে,
আর ত কর না তুমি কারো তিরস্কার।

৮

আর নাহি ভয়ে কেউ বসে তব পাশে ;
"অপরাধ কি করেছি, দাও শাস্তি কাছে আছি,"
অনুনয় বিনয় না করে হে'সে হে'সে।

৯

আর ত রাখাল ধেনু চরায় না বনে ;
আর ত নন্দের রাণী, সাজায় না নীলমণি,
শিরে চূড়া করে বাঁশী নূপুর চরণে।

১০

আর ত পাব না দেখা ব্রজের রতন ;
নাহি আর বংশী স্বরে, যমুনা উজান ধরে,
আর ত ধরে না গিরিধারী গোবর্দ্ধন।

১১

যমুনা যুগল ঘাটে আর ত এখন,
মিলি সব কুল বালা, কর না ত জল খেলা,
আর ত করে না কালা বসন হরণ।

১২

আর ত গাঁথ না তুমি বন ফুল হার ;
রাস মঞ্চে পিক পাখী, তরু লতা ভৃঙ্গ শিখী,
আর ত এখন নাই শোভার ভাণ্ডার।

১৩

মনোদুখে শোকে আমি তোমারি মতন ;
যদি যাই স্বর্গ বাসে, ইন্দ্রাণীর সহ বাসে,
ঘুচিবে না তাতে মম মনের বেদন।

১৪

কই তুমি দেখা দাও কই মনো কথা
দুজনে নির্জ্জনে বসি, নয়নের জলে ভাসি
অনেক লাঘব করি মরমের ব্যথা।

১৫

তোমার মহিমা আজ দেখিনু নয়নে;
তোমার প্রতিমা রাধে, গঠিয়া মনের সাধে,
অদ্যাপি আরাধে বঙ্গবাস হিন্দুস্থানে।

১৬

কোন সতী পরলোকে এত সুখ পায়;
অলঙ্কার দিব্যবাসে, সাজায়ে নাথের পাশে,
বসায়ে সেবক সব নিযুক্ত সেবায়।

১৭

যমুনার পূত বারি কুসুম চন্দন,
কৃপা দৃষ্টি কর তুমি, আজি ভক্তিভাবে আমি
পূজিলাম কমলিনী তোমার চরণ।

গয়া স্বর্গীয় মাতা।

১

বিদরিয়া যায় বুক কি বলিব আমি
যার মুখে দিতে ক্ষীর বালির সহিত নীর,
সেই দেয় লও মাত কৃপাময়ী তুমি।

২

পবিত্র ফল্গুর বারি সহ চক্ষু বারি।
দয়াময়ী দেখা দাও, দাসীর আশা পুরাও,
এস গো জননী তব পদ ধৌত করি।

৩

ছায়া রূপে পিতৃ লোক বাসে এই স্থানে
অভয়া অভয় হই, ছায়া রূপে মায়াময়ী,
পদ ছায়া দিয়া তোষ তাপিতা সন্তানে।

৪

এই স্থানে প্রেত শিলা ভয়ঙ্কর স্থান
এ অতি দারুণ শোক, প্রেত রূপে পিতৃ লোক,
জল পিণ্ড প্রাপ্তি আশে সদা বর্ত্তমান।

৫

স্নেহময়ী করি তোমা উদ্দেশে তর্পণ।
মহা তীর্থ গয়াক্ষেত্র, বিষ্ণুপাদপদ্ম চিত্র,
পুণ্যময়ী তব পুণ্যে পাই দরশন।

৬

শরীর পবিত্র করি ও পদ পরশে
বিশ্বাসে নির্ভর করি, হিন্দুজাতি নরনারী,
পিণ্ড দেয় পিতৃ লোক উদ্ধার উদ্দেশে।

৭

রামশীলা রামচন্দ্র পিতৃ শ্রাদ্ধ করে
পূর্ণ তাঁর মনোরথ, হস্ত পাতি দশরথ,
বাৎসল্য মায়ায় মুগ্ধ জল পিণ্ড ধরে।

৮

লও পিণ্ড পিতৃদেব মাতা মহাদেবী
তবে ত সুফল মানি, সকলি সফল জ্ঞানি,
মোক্ষফল পাই তোমাদের পদ সেবি।

৯

নম মহাদেবী সাধ্বি গো প্রসূতী সতী
আবার প্রসন্না হয়ে, শান্তময়ী কোলে লয়ে;
সুধা পূর্ণ স্তন দিয়া বাঁচাও সন্ততি।

১০

আজি কি দশায় করি প্রবাসে ভ্রমণ
নাই শঙ্খ লৌহ হাতে, নাই গো সিন্দূর মাথে,
নাই স্বর্ণ আভরণ সে চারু বসন

১১

যত্নে তুমি যে কেশ করিতে পরিষ্কার
বেঁধে দিতে চারু খোঁপা, তাহে সাজাইতে চাঁপা,
ধূলাময় এলাইত দেখ একবার।

১২

এখন এসব আর নাই প্রয়োজন
মনস্তাপ পরিহরি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি
ত্রিবেণীর ঘাটে বেণী দিব বিসর্জন।

১৩

দেখিলে অন্তর হবে দাহন তোমার
একাজ করনা বলে, এখনি লইবে কোলে,
জুড়াইতে পদছায়া দিবে গো আবার।

১৪

কই তুমি কই এলে ডাকছি কাতরে
এই চারিদিক চাই, কই গো দেখিতে পাই,
ভয়ঙ্কর স্থান এ শ্মশান ফল্গুতীরে।

১৫

তবে কি মা তোমা পরে করে অভিমান
তব পদ ভাবি হৃদে, আজি গো মনের খেদে,
তোমার উদ্দেশে আমি তেজি এ পরাণ

১৬

তাহলে করুণাময়ী করুণা নয়নে
আবার কি ফিরে চাবে, আবার কি কথা কবে,
তুষিবে আনন্দময়ী সে আনন্দ দানে।

১৭

আর কি অভয় পদ পাব দরশন
আবার কি নিশিদিবা, করিব তোমার সেবা,
আর কি আমার হবে সৌভাগ্য এমন

১৮

মরি আমি এই কথা করি উচ্চারণ
তখন মৃত্যুর কথা, শুনে মনে পেতে ব্যথা
কেন গো নিদয় হলে নীরব এখন।

১৯

আজি পিণ্ড জল লয়ে তোমার উদ্দেশে
মন্ত্র পড়ে দ্বিজগণ, তোমা নাম উচ্চারণ
করিতে গো চক্ষু জলে বক্ষ যায় ভেসে।

২০

পতিত পাবনী মাগো তাপিনী সন্তানে
দয়া করে ফিরে চাও, শক্তি দাত্রী মুক্তি দাও,
তোমা বিনা নাই কেউ এ তিন ভুবনে।

২১

এখন ভয়েতে মন হয় গো অস্থির
কত কথা পড়ে মনে, কত দোষ ও চরণে,
করেছি মা কি গতি হইবে পাপিনীর।

২২

কিন্তু তুমি ক্ষমঙ্করী কত দোষ ক্ষমা
করেছ শৈশবাবধি, দয়াবতী দয়ানিধি,
সন্তান বাৎসল্যে কেবা হবে তোমা সমা।

স্বর্গীয় পিতা।

১

দুহিতা বিধবা হ'লে পিতৃ বাসে যায়
তবে এখন এ বাসে, কেন এ দুখিনী বাসে,
কি দোষে নিরাশ হই চরণ কৃপায়।

২

দেখা যায় শুনা যায় সবাইত করে
পতি পুত্র হীনা কন্যে, কোন স্থানে নাই মান্যে,
মনোদুখে ম্লানমুখে যাপে পিতৃঘরে।

৩

হা দেব করুণাময় জগতের সার
সুরলোকবাসি তুমি, পাপিনী তাপিনী আমি,
পরসিতে ভীতা হই চরণ তোমার।

৪

কিন্তু দেব বদ্ধ আছ বাৎসল্য মায়ায়
যে দশায় আছি আমি, এখন দেখিলে তুমি,
অবশ্য করিবে স্নেহ সেই পূর্ব্ব ন্যায়।

৫

তুমি সুখী স্বর্গে লয়ে আত্মজন সব
একা আমি মর্ত্ত লোকে, দগ্ধ হই দুখে শোকে,
কেন গো করনা তত্ত্ব একি অসম্ভব।

৬

শৈশবে একাকী কোথা খেলাইতে গেলে
ইতস্ততঃ অন্বেষণ, করিতে গো অনুক্ষণ,
কতই হইতে সুখী পুন দেখা পেলে।

৭

দেব পূজা জন্য দ্রব্য করি আয়োজন
পাছে আমি কাঁদি দেখে, আগে দিয়া মম মুখে
পরে ইষ্টদেবে তুমি করিতে অর্পণ।

৮

পীড়িত দশায় তুমি কতই ভাবিতে
আমারে লইয়া কোলে, ভাসিতে চক্ষের জলে,
এর ভাবি কি হইবে সদাই কহিতে।

৯

কুমারী কুলিনে দিলে কুলের উদ্ধার
কহিতে মায়ের কাছে, একন্যাটি যদি বাঁচে,
অর্পণ করিও দেখি কুলিন কুমার।

১০

তব আশীর্ব্বাদে দেব তোমারি দয়ায়
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুলে শীলে, দেব তুল্য মহীতলে,
হয়েছিনু দাসী সেই দেব পুত্র পায়।

১১

পিতৃদেব ইষ্টদেব সর্ব্বদেব তুমি
এই হল এইকালে, কি হইবে পরকালে
দেখ রেখ বিষম কালের করে আমি।

১২

জনম পালন কর্ত্তা তুমিই ত পিতা
তোমাকেই জানি সার, তোমা সহ তুলনার,
এ তিন ভুবনে আর নাই দেখি কোথা।

১৩

নম নম পিতৃদেব সন্তান বৎসল
শতবার কর জুড়ি, সহস্র প্রণাম করি,
দয়াময় কি তোমার হৃদয় সরল।

১৪

ভক্তি পুষ্পে পুজি দেব স্তব করি মনে
আর কোন সাধ নাই, এখন এ ভিক্ষা চাই,
চিরদিন থাকে মতি তোমার চরণে।

কাঁদে না কে ?

১

কই ভবে হাসি কই, দেখিনা ত কান্না বই
তাই হই কাঁদিয়া অধীর।
কাঁদিই কি একা আমি, কাঁদে এই বিশ্ব ভূমী,
আমি তুমি সবাই অস্থির ॥

২

জরা মৃত্যু রোগে শোকে, সদা জীব দহে দুখে,
হায় হায় মুখে সবাকার।
শৈশবে অজ্ঞান সুখ, ক্ষণমাত্র হাসি মুখ
জ্ঞান প্রাপ্তে দুখের সঞ্চার ॥

৩

সংসার বিষম জাল, তাহে বদ্ধ চিরকাল,
এ দারুণ মায়ায় আবৃত।
বিষয়ে ব্যাপিত রয়, চিন্তাস্রোত হৃদে বয়,
সুখ নয় দুখেতে জড়িত ॥

৪

চিরদিন থাকে হাসি, সেই হাসি ভালবাসি,
সেই সুখ অভিলাষী হই।
এই চারিদিক চাই, কই তা দেখিতে পাই
হাসি নাই সুধু কান্না বই ॥

৫

কাঁদিনা আপন দুখে, কাঁদে এ পৃথিবী দেখে,
ছায়াবাজি সব মায়াময়।
চপলা গগনে খেলে, সেইরূপ ধরাতলে
হাসিতে কাঁদিতে সদা হয়॥

৬

হাসে ইন্দ্র দেবমাঝে, আবার সন্ন্যাসী সাজে,
দৈত্যভয়ে কাঁদেন কাননে।
হাসে শচী স্বর্গে রাণী, আবার সে ভিখারিণী,
বেশে কাঁদে মলিন বদনে॥

৭

দুর্য্যোধন হাসে সুখে, পাণ্ডবের দশা দেখে,
সেই কুরুরাজ কাঁদে দুখে।
হাসে রাণী ভানুমতী, পতি সসাগরা পতি,
আবার সে কাঁদে খেদে শোকে॥

৮

বল কে হাসিছে ভবে, সুধু হায় হায় রবে
কাঁদে নর এই কথা জানি।
দেখিলাম এইমাত্র, যার শিরে রাজছত্র,
তার পরে পড়িল অশনি॥

৯

ভবের বিষম খেলা, বিধির দারুণ লীলা
হাসাতে কাঁদাতে সেইজন।
ভবের বিপাকে পড়ে, দুখ সুখ ভোগ করে,
ভোগে ফল আপন আপন॥

১০

এই সব যার বিধি, তার দেখা পাই যদি,
তবেত মনের কথা কই।
একি দায় নিরবধি, এই হাসি এই কাঁদি,
এই সুখি এই দুঃখি হই॥

১১

দেহে শক্তি কত, এই দেহ বল হত
হতে হয় পরের অধীন।
নে সূর্য্যের জ্যোতি, বদনে চন্দ্রের ভাতি,
ক্ষণ মাত্র আবার মলিন

কারে ভাবি।

যদি বিভু নিরাকার হন সর্ব্বময়
মানব মানসে হবে কিরূপে উদয়
আছে এক ব্যক্তি তার আকারত নাই
আছে তবে কে সে তারে কোথা খুঁজে পাই

এ জগতে যতবস্তু তাহার নির্ম্মাণ
জীবের শরীরে তার থাকিবার স্থান
তবেইত আমি সেই যে আমাতে আছে
কাছে না ধরিতে পারি যাই কার কাছে
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সূর্য্য কোটিদেব সব
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার ইচ্ছায় উদ্ভব
কারে আরাধনা করি তারে পাব বলে
ভাবি ব্রহ্ম মুক্তি বিভু হৃদি শতদলে
জ্ঞান হয় আছে মুর্ত্তি উপায় মুক্তির
ধ্যানেতে ধারণা কর মন কর স্থির
চতুর্বর্গ ফল আশে মনুজ সকল
অহরহ চিন্তা ভ্রমে বিব্রত কেবল
ধন মান পুত্র আয়ু ইহ লোকে পায়
পরলোকে মোক্ষ প্রাপ্ত এই প্রার্থনায়
বিবিধ দেবতা পূজে ভোগের আশায়
কত যত্নে রাখে দেহ পাছে নষ্ট হয়
এ যে বাদিয়ার বাজি ভাবে না তা ভুলে
কি গতি হইবে মূঢ় দেহান্তর হলে
ক্রমে আয়ু শেষ শেষ অহিকের সুখ
বিষম ভয়াল কাল দাড়ায়ে সম্মুখ।

বর্ষা।

১

চারিদিকে ঘোর ঘন বরিষে প্রচুর,
মাঝে মাঝে গভীর গর্জ্জন শুনা যায়।
চপলা চমকে কিবা,
রজনীতে যেন দিবা,
আভা পেয়ে তিমির পলায়।

২

ঝিমি ঝিমি ঝিমি শব্দ শুনিতে মধুর ;
ভেকের কর্কশ গান তাও লাগে ভাল।
নিশানাথ জ্যোতিহীন,
নক্ষত্র সহিত লীন,
গৃহে দীপ বাহিরেতে খদ্যোতের আলো।

৩

জল বিন্দু পড়ে যেন মুকুতা রতন ;
জল সহ বাতাস শরীর স্নিগ্ধ করে ;
পাখী সব আর্দ্র পাখা,
আশ্রয় করিয়া শাখা,
নীরবে যাপিছে কাল প্রফুল্ল অন্তরে।

৪

অনাবৃত স্থানে জীব থাকিতে না পারে,
এ জল বাতাস লেগে পাছে পীড়া হয়
যদিও না খেতে পায়,
বাহিরে না যেতে চায়;
কর্দ্দমে দুর্গম পথ বিষম সময়।

৫

স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু ঘুরিয়া বেড়ায়;
অতি ভয়ানক যেন প্রলয়ের কাল;
মড় মড় বৃক্ষ ভাঙ্গে,
গৃহ ভাঙ্গে তার সঙ্গে,
আতঙ্কে কম্পিত অঙ্গ শোণিত শুকায়।

৬

উপজি সরসী জল তীরেতে উঠিছে,
চারিদিক ধূমে যেন অন্ধকারময়;
ক্ষুদ্র গাছ বায়ু ভরে,
কাঁপিতেছে থর থরে,
লণ্ড ভণ্ড হয়ে সব ভূতলে লুটিছে।

৭

এই কালে স্রোত-স্বতী বড়ই প্রবল;
কার সাধ্য দাঁড়াইতে পারে তার তীরে;

ক্ষুদ্র নদী ছুটে বেগে,
জলের তরঙ্গ লেগে,
পড়ে তটাশ্রিত তরু সহ ফুল ফল।

৮

দিবস রজনী বৃষ্টি না হয় বিরাম;
জলদের অলস এখন আর নাই।
তবুও সকল জীবে,
যাপে কাল সমভাবে,
স্থির হয়ে করে তারা আশ্রমে বিশ্রাম।

৯

এই কালে বিবিধ সুস্বাদ ফল পাকে;
সূর্য্যের কিরণ নাই ধরণী শীতল;
বৃক্ষতলে পশু সব,
কারো মুখে নাই রব,
রজনীতে ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ রবে ঝিল্লি ডাকে।

১০

ক্ষুধাতুর পেচক কাতর স্বর মুখে;
পক্ষযুক্ত পিপীলিকা উড়ে সন্ধ্যাকালে,
দীপের আলোক পেয়ে,
অতি আনন্দিত হয়ে,
আগুনে পুড়িয়া মরে কত ঝাঁকে ঝাঁকে।

১১

তৃণ পূর্ণ বসুমতি কত শোভা ধরে,
পাতায় আবৃত শাখা নয়ন রঞ্জন ;
স্থল জলে একাকার,
পথিকের চলা ভার,
পত্র বস্ত্র আবরণ মানবের শিরে ;

১২

নীরাহারী জীব তবু নীর ভয়ে ভীত,
অনিল আহারী অহি ফণা করে নত ;
না সহে বৃষ্টির ধারা,
হয়ে যেন দিক হারা,
নিজ স্থানে প্রবেশিতে সবাকার চিত।

১৩

এ পতঙ্গ প্রজাপতি আঁখি তৃপ্ত করে;
বিবিধ বরণ মেঘ উড়ে নভস্তলে,
চাতকের আশা পুরে,
ডাকে না কাতর স্বরে,
মধুমিশ্র সুধাধারা মৃদু মৃদু ঝরে।

১৪

নীরদ নিরখি নীলগিরি ভ্রম হয় ;
নানা রঙ্গে শোভা পায় হিমালয় কায় ;

ইন্দ্র ধনু শোভা দেখি,
মোহিত মনুজ আঁখি,
প্রতিক্ষণ অন্যভাব বিমানে মিলায়।

—০—

বৈশাখ মাস।

১

আবার সে দিন কেন এই ফিরে এল;
আবার বৈশাখ মাস,
আবার গ্রীষ্ম প্রকাশ,
আবার অশনি কেন বিমানে গর্জ্জিল?

২

আবার উত্তাপে কেন দহে এ শরীর;
আবার বিদ্যুৎ রেখা,
মেঘ গাত্রে চিত্র-লেখা,
আবার বরিষে কেন শিলা সহ নীর।

৩

কেন বেগে প্রভঞ্জন বহিল আবার;
আবার প্রবল বেগে,
তরঙ্গে তরঙ্গ লেগে,
আবার জলধি কেন করে তোলপাড়।

৪

আবার হে পুণ্যাত্মন্ দেখা দিলে আসি ;
আবার তোমাকে পেয়ে,
কত আনন্দিত হয়ে;
উপার্জ্জিবে বঙ্গবালা ভাবী ফল রাশি।

৫

নিত্য সিন্দূরের ব্রত করে সুলক্ষণা ,
নিত্য অপরাহ্ন কালে,
সিন্দূর সধবা ভালে,
পরাইলে পাবে না সে বিধবা যন্ত্রণা।

৬

আদরে আদর-সিংহাসন ব্রত ফলে,
তদগদ ভক্তি ভরে,
সধবারে পূজা করে,
হবে না বিধবা নারী ভাবী জন্ম-কালে।

৭

মহাব্রত অক্ষয়-তৃতীয়া শুভ ভবে ;
লৌহ রুলি শাড়ি দিয়ে,
সধবারে সাজাইয়ে,
চিরজীবী হবে পতি মনে এই ভেবে।

৮

বৈশাখে বৈশাখি চাঁপা ব্রত মহা ধুমে ;
আহা আয়োজন কিবা,
প্রতিদিন দ্বিজ সেবা,
প্রতিদিন শিবপূজা চন্দন কুসুমে।

৯

কুমারীরা করে ব্রত ভাবী ফল আশে ;
করে কত আয়োজন,
কত মন্ত্র উচ্চারণ,
কত ভক্তিভাবে তারা কত দেবে তোষে !

১০

হরির চরণ পূজে মল্লিকার ফুলে ;
নানা চিত্রে শোভে ধরা,
তুলসীতে বসুধারা,
নবদুর্ব্বাদল দিয়ে গাভি মুখে তুলে।

১১

ফলদান শুভ-ব্রত, এই ব্রতফলে
পিতা হবে মান্যমান,
পতি হবে ধনবান,
কার্ত্তিক সমান রূপবান পুত্র কোলে।

১২

অন্নজল সংক্রান্তি ঐশ্বর্য্য ভাবী কালে।
এয়ো সংক্রান্তির ব্রত,
এর ফল কব কত,
জন্ম এয়ো হবে নারী পতির মঙ্গলে।

১৩

দশ পুতুলির ব্রত করে বালা সবে,
পুণ্যের পুকুর কেটে,
পূজা করে এই ঘাটে,
কে পারে বলিতে তার কত পুণ্য হবে।

১৪

অশ্বত্থ পত্রের ব্রত সুখ কামনায়,
মধু দান করে দ্বিজে,
বিবিধ দেবতা পূজে,
নিজ নিজ মনোমত কত বর চায়।

১৫

তোমারে বাসিনা ভাল হে বৈশাখ মাস;
বসন্ত ঋতুর পরে,
তুমি আগমন ক'রে,
ভেবে দেখ করেছ আমার সর্ব্বনাশ!

—০—

শোকে পাগলিনী।

১

নগ কন্যা নদী তুমি যাও সাগরেতে,
মিলিয়া ভগিনী সবে,
কল কল মহোৎসবে,
মনসুখে মগ্না হয়ে নাচিতে নাচিতে।

২

উজানেও আসিবে না পিতার ভবনে;
আবার জনম ভূমি,
যাবে না শৈলজা তুমি?
ছাড়িয়া এসেছ তারে জনমের তরে।

৩

আবার জনম স্থানে যাবে না দুঃখিনী;
নাই পিতা নাই ভাই,
জননী ভগিনী নাই,
কার কাছে যাই তাই শোকে পাগলিনী।

৪

খেলিছ দামিনী তুমি কতই হরিষে,
মেঘ সহ সহবাস,
এত কি গো ভালবাস,
তাই একা একদিনো আসনা আকাশে!

৫

তোমারি মতন আমি ছিনু একদিন ;
যারে ভাল বাসিতাম,
তারি সঙ্গে থাকিতাম,
তিল আধ তার সহ হই নাই ভিন।

৬

এখন একাকী যাপে এই অভাগিনী,
বিনামেঘে অকস্মাৎ,
হৃদয়েতে বজ্রাঘাত,
দুঃখে বুক ফেটে যায় শোকে পাগলিনী।

৭

আজি অমানিশিতে চকোরী তব দুঃখ ;
সুধাভাবে ক্ষুধাতুরা,
ম্লানমুখী শোকে ভরা,
কিন্তু কালি পূর্ণিমাতে পাবে পুন সুখ।

৮

চিরদিন থাকেনাক কারো দুঃখ সুখ ;
দুঃখি সুখ পায় পুন,
সুখি হয় দুঃখিজন,
দুঃখে কাঁদে আবার প্রকাশে হাসিমুখ।

৯

কি বিষাদ চির দুঃখে যাপিবে দুঃখিনী ;
জীবন থাকিতে আর,
সুখ আশা নাই যার,
সে কি সুখী থাকে, তাই শোকে পাগলিনী।

১০

চাতকিনী জল জল শব্দ তব মুখে ;
তৃষায় কাতরা হয়ে,
ঘন ঘন পানে চেয়ে,
ফিরিতেছ ইতস্ততঃ কতই অসুখে।

১১

দেখ, তব এ দুঃখ না রবে চিরদিন ;
আবার পুরিবে আশা,
পাবে জল যাবে তৃষা,
একবারে এ ভরসা হও নাই হীন।

১২

আবার ত হ'তে পারে মেঘের উদয় ;
হবে পুন সুপ্রভাত,
হবে পুন রিপু পাত,
ক্ষণমাত্র এ নিরাশ তোমার হৃদয়।

১৩

জনমের তরে হই পথে কাঙ্গালিনী ;
একবার তথ্য নিতে,
"আছ" বলে জিজ্ঞাসিতে,
কেউ নাই তাই হই শোকে পাগলিনী।

১৪

কেন নিশাকালে ম্লানমুখে কমলিনী ?
ক্ষণেক বিরহ ভার,
সহে না গো কি তোমার ?
গেলে নিশি এখনি উদিবে দিনমণি ;

১৫

আবার হইবে তব প্রফুল্ল বদন,
আবার মেলিবে আঁখি,
আবার তোমারে দেখি,
আবার হইবে সুখী এ জগৎজন।

১৬

আবার হবে না সুখি জনম দুখিনী ;
আবার পাবে না তারে,
হারায়েছে একেবারে,
ভাষিছে নিরাশ নীরে শোকে পাগলিনী।

১৭

যামিনীতে চক্রবাকি যাপিছ অসুখে;
পৃথক্ তীরেতে রও,
প্রিয় সনে কথা কও,
যে তোমার মনোভাব বল ডেকে ডেকে।

১৮

আবার পোহালে নিশি হইবে মিলন;
উড়ে উড়ে মন সুখে,
উভয়েতে মুখে মুখে,
বেড়াবে গগন পথে দেখিবে ভুবন।

১৯

আবার তেমন দিন পাবে না দুখিনী;
সে দিন হয়েছে গত,
বিহগি গো কব কত,
সাধে কি বিষাদে হই শোকে পাগলিনী।

২০

কেন কুরঙ্গিনী এত আতঙ্কে অস্থিরা?
ব্যাধে কি বধেছে পতি,
হয়েছ কাতরা অতি,
বিদরিছে তব হিয়া চকে জল ধারা।

২১

সতীর সর্ব্বস্ব পতি আর গতি নাই;
জানে ত নির্দ্দয় কালে,
অবলা অনাথা হ'লে,
কোথায় দাঁড়াই আর কার কাছে যাই।

২২

ত্রিভুবন শূন্যময় দেখে অনাথিনী;
দিবস রজনী হায়,
সমান যাহার যায়,
মনঃক্ষুণ্ণ জ্ঞানশূন্য শোকে পাগলিনী।

২৩

সাপিনি তাপিনী কেন চাও চারিদিকে?
হারায়েছ শিরোমণি,
তাই কি গো বিষাদিনী,
ব্যাকুল তোমার হৃদি কাঁদিতেছ শোকে?

২৪

অন্বেষণ করিতেছ কোথা তাই পাও;
আছে কি আশয়ে তব,
হারা নিধি হবে লাভ,
এই কথা বলে কি গো মনে বোধ দাও?

২৫

তোমারি মতন দুঃখি বিধবা কামিনী;
হারাইয়া পতি ধন,
অহরহঃ কাঁদে মন,
বেশভূষা হীনা দীনা শোকে পাগলিনী।

২৬

কেন ছিন্নভিন্ন লতা ধূলায় পতিতা?
যে বৃক্ষটী ছি'লে ধ'রে,
তাকি ভেঙ্গে গেছে ঝড়ে,
স্থান ছাড়া মান ছাড়া পাও মনে ব্যথা।

২৭

আমিও তোমারি মত নিরাশ্রয়া হই;
আশা তরু ছেদে কালে,
এই দশা এই কালে,
এখন মনের কথা আর কারে কই।

২৮

কাহার আশ্রয় আর নেবে অভাগিনী;
আর কার মুখ চাবে,
কার সঙ্গে কথা কবে,
মনে মনে তাই ভেবে শোকে পাগলিনী।

মিস্ মেরি কার্পেণ্টার।

১

মরু ভূমি বঙ্গ মহিলা হৃদয়
হইবে উর্ব্বরা এ আশা ছিল না,
হল যদি আবার আবাদ ইথে,
ত্যজ লো বিষাদ ভারত ললনা।

২

ফলিবে সুফল অমৃত রসাল,
শীতল করিবে তাপিত কায়া,
সাহসিনী হয়ে সকলে মিলিয়ে
কর লো যতন হিন্দুর জায়া।

৩

শ্রীমান্যা কুমারী মেরি কার্পেণ্টার
বঙ্গ বালা প্রতি উৎসাহ দায়িনী,
শ্রীসমাজ স্থাপি ভারত ভবনে,
এখন অমর ভবনে তিনি।

৪

তাঁর শোক জন্য বঙ্গকুল কন্যা
বিষাদ হৃদয়ে করিছে রোদন,
উৎসাহ দায়িনী বঙ্গ হিতৈষিনী,
ত্যজে এ জগৎ কোথায় এখন?

৫

সুশিক্ষিতা যত হইয়া মিলিত,
জীবন চরিত লিখিয়া তাঁর,
কৃতজ্ঞতার এই লক্ষণ দেখায়ে
করিবেন লঘু, হৃদয়ের ভার।

৬

সেই সুরচিত প্রস্তাব ললিত,
অচিরে ভারতে বিচরিবে শুনি,
অপূর্ব্ব সভায় হয়ে সমবেত,
শোভিল ভারত কুলের রমণী।

৭

জনহিতকারী সংবাদ পত্রিকা
দেখিয়া আহ্লাদ হইল মনে,
হিন্দুর বনিতা করিল বক্তৃতা,
হিন্দুর সমাজ সানন্দে শুনে।

৮

ভারতের এই নূতন প্রণালী,
এমন সভা কে দেখেছে আর।
সমাজের দোষ সকলি ঢাকিল,
ক্রমেতে হইল গুণের প্রচার।

৯

হইল ভরসা দেরি নাই আর,
একতা রতন লভিব ত্বরা,
অমার্জ্জিত হৃদে এবে আছে যারা,
লজ্জায় নীরব হইবে তারা।

১০

শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহী হইয়ে,
মেরি বৃত্তি দিতে শিক্ষিতা গণে ;
লণ্ডনে হয়েছে সমাজ স্থাপিত,
এসেছে সংবাদ ভারত ভবনে।

১১

প্রতি বিদ্যালয়ে প্রেরিত পত্রিকা,
স্বর্গীয় সতীর দান কে লবে ;
বঙ্গের রমণী একথা শুনিয়া,
শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহী সবে।

১২

শিক্ষার বিষয়ে যাহারা বিরাগী,
তাদেরও মনে অনুরাগ হল।
আঁধার শ্মশান ভেদিয়া এ আলো,
মৃদু মৃদু ভাবে ক্রমে প্রকাশিল।

১৩

ধন্য মিস্ মেরি কার্পেণ্টার নারী,
নারী-শিক্ষা পথ প্রথম দর্শিনী ;
বেগবতী নদী-রূপা তুমি হায়,
হলে অন্তর্হিতা সুধা প্রবাহিনী।

বঙ্গ বালিকা।

১

চারা চারা চারুলতা অতীব সুন্দর,
এমন সরল মন অতুল জগতে,
আহা কি সৌন্দর্য্য এ নয়ন তৃপ্তিকর

২

পবিত্র স্বর্গীয় ভাব নির্ম্মল হৃদয়
সুধা প্রস্রবণ যেন ঝর ঝর ঝরে,
শুনি মন শীতল যখন কথা কয়।

৩

সুকোমল করে ধরি কলম আদরে,
বাঁকা বাঁকা লেখাগুলি কত ভাল লাগে,
কত যত্ন প্রাণপণ শ্রমবারি ঝরে।

৪

সুমিষ্ট সরল পাঠ আর উচ্চারণ,
চঞ্চল প্রকৃতি যেন তড়িতের ন্যায়,
সে মোহিনী মূর্ত্তি যেন হ'রে লয় মন।

৫

সরস বদন কিবা বিকসিত ফুল,
মরমে বেদনা-হীন হীন লাজ ভয়,
কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ হাসিয়া আকুল।

৬

কলহ, প্রণয়, প্রিয় ভাব মনোহর,
সকলিই মধুময় কি দিব উপমা,
কি আছে এমন আর জগত ভিতর।

৭

দুর্ভিক্ষ মরক ভয় দরিদ্রতা দুঃখ,
জগতের রীতি নীতি কোন বোধ নাই,
উৎসব পূরিত হৃদি সততই সুখ।

৮

জানেনা অভাগী হিন্দু-কুলেতে জনম,
ভাবী দশা কি ঘটিবে কিছুই জানেনা,
কাল সম এ দারুণ সমাজ নিয়ম।

৯

সপ্তম বর্ষীয়া বালা দুগ্ধগন্ধ মুখে,
পরিণয় উৎসব রে ধিক্ মূঢ়মতি,
পতি সম্বন্ধীয় কথা সম্ভবে কি তাকে।

১০

অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধ রোগী পাত্রাপাত্র নাই,
কোন বাধা নাই এতে ধনী যদি হয়
কি বিষম হৃদয় রে মনে ভাবি তাই।

১১

মগ্ন মাতা সুখামোদে বিবাহ বাসরে,
রঙ্গেতে অঙ্গনা মাতে নবীনা প্রবীণা,
অযুক্ত অশ্লীল ভাব কতই অন্তরে।

১২

বারেক ভাবেনা ভাবি কি হইবে ব'লে,
বিধবা বালিকা শত শত চারি দিকে,
উদাসিনী বেশে ভাসে নয়নের জলে।

১৩

কেন মা ধরণী তুমি বিদীর্ণ হলে না,
সন্তানের দুঃখ দেখে আছ স্থির হয়ে?
পাষাণে বেঁধেছ হিয়া হয় বিবেচনা।

১৪

বিধবার মুখ দেখে বুক ফেটে যায়,
এ মহা নগরবাসী মহোদয়গণ,
তোমরা করনা কেন ইহার উপায়।

১৫

পিতা মাতা বন্ধু জন কারো দয়া নাই,
নাই বস্ত্র অলঙ্কার কেশ সংস্কার।
বালিকার এই বেশ মর্ম্মে ব্যথা পাই।

১৬

এক সন্ধ্যা আহার জীবন মাত্রে রাখা,
একাদশী রূপে রাহু আসি শশী গ্রাসে,
চক্ষু জলে বক্ষ ভাসে একি যায় দেখা।

১৭

বিবাহের দ্রব্য নাই বিধবারে ছুঁতে,
মুখ দেখাইতে নাই একি বিড়ম্বনা ?
এই কি বিধির বিধি নিয়ম জগতে ?

১৮

এই ঈশ্বরের ইচ্ছা কদাচিৎ নয়।
কেন তাঁর মতে সবে কর বিপরীত ?
বিধবার প্রতি তিনি অবশ্য সদয়।

এই কি হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম দুরাচার ?
ধিক্ রে সমাজ তোরে আর কি বলিব।
দয়া হীন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার।

পরমেশ্বর।

১

হে পিতঃ তোমার কেমন নিয়ম ;
কিছুই বুঝিতে নারি,
দয়াময় তুমি জগতের সার,
পাপ তাপ দুঃখ হারী।

২

তোমার রাজত্ব অতুল ঐশ্বর্য্য
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে,
পিতৃভূমি পৃথ্বী ন্যায্য অধিকারে,
সচ্ছন্দে প্রাণী বিরাজে !

৩

বায়ু জল তেজ ফল ফুল সব
সমান নিয়মে পায়,
শরীর জীবন আত্মা মন জ্ঞান,
সকলি তোমারি কৃপায়।

৪

কেউ অন্ধ খঞ্জ আহা চির-রোগী
দারিদ্র্য অনলে পোড়ে,
অপমানে অভিমানে ম্লানমুখে
নয়নে সলিল ঝরে।

৫

কেউ জ্ঞান ধনে ধনী এ জগতে,
মূর্খ ও নির্ধন কেহ,
একি বিপরীত কারে ভাল বাস,
কেহ বা বঞ্চিত স্নেহ।

৬

নিজ কর্ম্ম দোষে ভোগে যদি নর,
তবে তোমা দোষী বৃথা,
কিন্তু তারে ক'রে সুমতি প্রদান,
দুর্দ্দৈব নিবার পিতা।

৭

পিতার বিষয় সমান বিভাগ
সকলে সমান লভে,
তবে কেন হেন দারুণ নিয়ম,
স্থাপিত করিলে ভবে?

স্ত্রী বিদ্যালয়।

১

জীবন সর্ব্বস্বসম শ্রম লব্ধ ধন,
অসভ্য এ পল্লীগ্রামে,
প্রাণপণ পরিশ্রমে,
হৃদয়ের রক্ত দিয়া করেছি স্থাপন।

২

রমণী শিক্ষার রীতি নাই এই স্থানে,
যদি কেউ পড়া শিখে,
সেধে সেধে ডেকে ডেকে,
কত অনুনয় করি প্রতি জনে জনে।

৩

কতগুলি কন্যা বধূ আপন ইচ্ছায়,
লয়ে পতি অনুমতি,
শিক্ষা প্রতি দিল মতি,
উৎসাহপূরিত হৃদি হইয়া নির্ভয়।

৪

অভাগিনী বিধবা কামিনী চিরদুঃখী,
গোপনেতে শিক্ষা করে,
চোরে যেন চুরি করে,
জনরব ভয়ে বালা সদা ম্লানমুখী।

৫

গৃহিণীরা কত চিন্তা করে মনোদুঃখে,
রহিল না হিন্দুয়ান,
রহিল না কুলমান,
একি দায় কুলবধূ লেখাপড়া শিখে।

৬

অলক্ষণ অমঙ্গল কত হবে কালে,
লেখাপড়া শিক্ষা জন্যে,
বিধবা হইবে কন্যে,
হবে বাঁঝা বংশলোপ হবে বিদ্যাফলে।

৭

পনর বৎসর পূর্ব্বে এ অবস্থা ছিল,
লোক নিন্দা কত সয়ে,
নিরুৎসাহী না হইয়ে,
আশাবীজে এতদিনে সুফল ফলিল।

৮

হায় মিস্ নিকলসন আছে কি স্মরণ?
এরূপ অবস্থা কালে,
তুমি এসে যোগ দিলে,
ক্রমেতে হইল এর উন্নতি সাধন।

৯

গৃহটী সামান্য তায় অবস্থা সামান্য,
করিয়া অনেক যত্ন,
শিক্ষা হেতু জ্ঞানরত্ন,
বালিকা যুবতী ছাত্রী হ'ল পরিপূর্ণ।

১০

চৌকি, বাক্স, উল, বস্ত্র শিল্প উপযোগী,
দ্রব্যগুলি আনি দিলে,
যত্ন করে শিখাইলে,
চারুশীলা গুণবতী শিক্ষা অনুরাগী।

১১

দেখিয়া শুনিয়া এই গ্রামবাসী সব,
হিন্দু নারী যুতা বুনে,
স্পর্শ করে খ্রীষ্টিয়ানে,
গেল ধর্ম্মকর্ম্ম জাতি ভাঙ্গিল উৎসব।

১২

ভেঙ্গে গেল বিদ্যালয় শিক্ষাকার্য্য যত,
কেউ বা গোপনে আসে,
কেউ চক্ষু জলে ভাসে,
বিষম বিপদে হৃদি বিষাদে বিব্রত।

১৩

যতবার ভাঙ্গে ততবার গড়ি আমি,
তাই বলি বিদ্যালয়,
শোণিত সহ হৃদয়,
আমার শরীর সহ মিশিয়াছ তুমি।

১৪

সামান্য অবস্থা তবু মনের যতনে,
এ সব ছাত্রীর ঠাঁই,
কিছু অর্থ লই নাই,
কেবল নিযুক্ত আছি উৎসাহ বর্দ্ধনে।

১৫

শিরঃপীড়া স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়,
তবু শিক্ষা কার্য্যে রই,
কদাচ বিরত নই,
হেন অবস্থায় পাঁচ বর্ষ গত হয়।

১৬

পরে কোন ঘটনায় দেখ দৈব বশ,
ভারত ঈশ্বরী ঠাঁই,
এই পুরস্কার পাই;
দশ টাকা মাসিক অপর চাঁদা দশ।

১৭

ক্রমে ছাত্রী বৃদ্ধি ক্রমে হইল উন্নতি,
এ মহা কার্য্যের ভার,
ক্ষীণ বঙ্গ অবলার,
প্রতি হয় গুরুতর অতি।

১৮

কায়মনোবাক্যে যথা সাধ্য যাহা পারি,
কারো না সাহায্য পাই,
যাহা জানি তা শিখাই,
যাহা পারি সেইরূপ করি।

১৯

এইরূপে কিছুদিন করিনু যাপন,
এখন এ অসময়,
অসুখে শুষ্ক হৃদয়,
নৈরাশ হুতাসে হয় অন্তর দাহন।

২০

জরা জীর্ণ দেহ সর্ব্ব বিষয়ে দুর্ব্বল,
ছাত্রীগণ চারিদিকে,
ঘেরে মা বলিয়া ডাকে,
দেখিমাত্র তাহাদের বদন কমল।

৮৯ সালের আশ্বিন মাসে
ধূমকেতু দর্শনে।

১

রজনীর শেষে ভীষণ আকারে
বল দেখা দিলে কে তুমি আসি
ঊষার আগেতে পূরব গগনে
ছড়াতে ছড়াতে অনল রাশি।

২

নিশির ভূষণ স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী
দেখিয়া তোমায় জুড়ায় মন
সুধাকর সহ মিলিত হইয়া
ধরণীতে কর সুধা বরিষণ।

৩

আকাশ বাসিনী অসুখ নাশিনী
নয়ন-তোষিনী তুমি সুখতারা
দেখে তব মূর্ত্তি অশুভ ভাবিয়া
দুর্ব্বল মানব আতঙ্কে সারা।

৪

তুমি কি অশ্লেষা মঘা পুষ্যা স্বাতী
কি তুমি শনি কি উল্কাপিণ্ড নামে,
কি ভয় দেখাতে এরূপ ধারণ
করিয়া ভ্রম এ জগত ধামে ?

৫

হবে কি প্রলয় যাবে কি ব্রহ্মাণ্ড ?
শ্মশানে উঠিবে ধূমের রাশি ?
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু পাইবে বিলয় ?
পুড়ে হবে ছাই জগত বাসী ?

৬

অতি দ্রুতবেগে বেড়াও শূন্যেতে
কখন কখন দেখিতে পাই,
যেই শিল্পকার সৃজিল তোমারে
তাহার তুলনা কোথাও নাই

৭

নিদ্রিত জগৎ কলরব হীন
শশধর প্রায় পশ্চিমে বিলয়
কুমুদিনী ম্লান কমল বিকাশ
শীতল বাতাস মৃদু মৃদু বয়।

৮

জলধির বক্ষে তোমার প্রতিমা
তরঙ্গে হেলিয়া হেলিয়া যাও
বাড়বানল সহিত মিলিয়া
না জানি তখন কিরূপ দেখাও।

৯

অন্যান্য নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ
সবে শান্ত ভাবে ফিরিছে সুখে
তুমি অগ্নিময়ী নাশিতে সকল
এই ধূম পুঞ্জ উগার মুখে!

১০

সরসীর জলে পড়ে তব ছায়া
জলে জ্বলে কত ধূমের রাশি!
অদৃষ্ট পূর্ব্ব এই অপরূপ
দেখিয়া মোহিত জগৎ বাসী

১১

ভারত শ্মশানে জ্বলে চিতানল
মহা ধূমে ধূম পরশে গগন,
আবার গগনে তুমি ধূমকেতু
হইলে উদয় বল কি কারণ?

১২

দেখিতে দেখিতে আবার কি ভাব
আর যেন কিছু দেখিতে না পাই
ধূম রাশি আসি ব্যাপিল জগৎ
দিকহারাপ্রায় যে দিকে চাই।

১৩

লোহিত বরণ বিকীর্ণ করিয়া
উদয় দিনেশ অপূর্ব্ব শোভায়
আর তুমি নাই নাই সেই ভাব
আবার সকল আলোকময়

১৪

মহাতেজ রাশি উত্তপ্ত অনল
রবির আলোকে আলোক তোমার,
কিন্তু কি কৌশল রবির উদয়ে
তোমার উদয় দেখি না আর

১৫

এরূপ ভাবেতে এজগৎ কাণ্ড
নির্ব্বাহে যে জন ধন্য সেই জন
কোথা আছ সেই সর্ব্বশক্তিমান
দয়ার সাগর দরিদ্রের ধন।

১৬

শূন্যে মহা বেগে ঘুরিছে অবনী
তবু যেন আছি হইয়া স্থির
কিন্তু কি কৌশল শরীরসমুদ্রে
নহে চিরস্থির জীবন-নীর।

১৭

বেগে বায়ু বহে বেগে গ্রহ ফিরে
সব ভিন্ন ভিন্ন ধন্য এ কৌশল ;
কেহ কারে স্পর্শ করিতে না পারে
ধন্য সেই যার নিয়ম সকল।

১৮

আনন্দে বিরাজে যে স্থানে যাহারে
স্থাপিত করিয়া রাখেন প্রভু ;
অতি দর্পী সিন্ধু স্থান ভ্রষ্ট হয়ে
স্থল প্লাবিতে আসেনা কভু।

১৯

নিয়ত নিয়মে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ
অসীম আকাশে প্রকাশ পায় ;
কখন কখন মেঘের অঙ্গেতে
চমকিতে চিত চপলা খেলায়।

২০

কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার জগতে
অশনির ধ্বনি অতীব ভীষণ;
সকল বিপদ হতে রাখে সেই
মহিমা-সাগর বিপদ-তারণ।

বিবিধ চিন্তা।

আবার গাঁথিনু কল্পনার মালা
আবার মনের দুখে,
আবার মরমে কতই অসুখ
আবার আঘাত বুকে!
মঙ্গল উৎসবে উৎসাহিত হয়ে
মথিনু মানস-নিধি!
একি অমঙ্গল উঠিছে গরল
চির প্রতিকূল বিধি
দিলেনা করিতে সুখের বাজার
এমন দুর্ভাগ্য কার?
শ্রম লব্ধ ধন পবিত্র রতন
কারে দিব উপহার?

কে করিবে আর তেমন যতন
আর কে তেমন আছে ?
সহায় বিহীনা এ অবলা দীনা
জুড়াইবে কার কাছে ?
মানস কুসুমে পূজিতে চরণ
মনসে বাসনা ছিল।
তাহলনা যদি তবে কেন আর
এ ছার জীবন বল ?
তাহলনা যদি তবে কেন আর
বিফল জনম বৃথা
নিশ্চয় জানিনু যাবৎ জীবন
রহিল মরমে ব্যথা।
দুখিনী জানিয়া সকলেই ইহা
প্রতি অনুগ্রহ করে,
যারে জানাইব জানিলনা সে
আমার হৃদি বিদরে।
কল্পনার মালা বিহরে নগরে
কে কহিবে আর আসি
আনন্দে মগনা হয়ে কার কাছে
অবনত হবে দাসী

গোলোক ধামে জয়দেব।

১

ত্রিদিব দ্বারে দাঁড়াইয়া সাধু
বলে হরি হরি বোল
কই হরি কোথা হরি হরি বলে হরির ভাবে পাগল

২

ঝর ঝর ঝরে চক্ষে প্রেমজল
হৃদয় ভাসিয়া যায়
মর্ত্ত্য হতে হরিনাম এনেছিরে কে নিবি ছুটিয়া আয়

৩

অন্তর বাহিরে হরি হরি ধ্বনি
প্রতিধ্বনি হল হরি
যেই দিকে চায় সেই দিকে হরিনাম আঁকা সারি সারি

৪

ভক্তিময় ধামে দেখে ভক্ত সব
নূতন ভাবুক এল
বাহু পসারিয়ে গলা জড়াইয়ে প্রেমে আলিঙ্গন দিল

৫

নাই অন্য ভাব নাই অন্য রব
হরিনাম হেথা সেথা
হরি বলে সব ঢলে ঢলে পড়ে মুখেতে হরির কথা

৬

গায় শিব যোগী বাজায়ে ডমরু
হরি হরি হরি বোলে
জয় জয়দেব বলিয়া নারদ ভাবেতে বিহ্বল বলে

৭

মর্ত্ত্য মাতাইয়া লেখনী ধরিয়া
গাইলে যে অনুরাগে
সেই হরিনাম এই গোলোকেতে বড় ভাল লাগে

৮

গাও গাও সাধু ঢাল ঢাল সুধা
খোল করতাল বাজে
যে সুধাপানেতে হয়েছ অমর তুমিরে ধরণী মাঝে

৯

সকলে মিলিয়া উঠিল নাচিয়া
বাজাইয়া বীণা বাঁশী
দেবকন্যাগণ মাথার উপরে বরষে কুসুম রাশি

১০

দুবাহু বিস্তারি রাধিকার সঙ্গে
গোলোকবিহারী হরি
বলে বাছা আয় আয় জয়দেব আয়রে কোলেতে কা

১১

থাক এই স্থানে জনম মরণ
নাই চিন্তা দুখ রোগ
সচ্চিদানন্দ হরি বলে কর পরম আনন্দ ভোগ

১২

যমুনার তীরে রাখালের সাজে
গোচারণ করি ব্রজে
সেই ভাবে আজ গীতগোবিন্দ গাওরে গোলোক মাঝে

১৩

তোমার মুখেতে হরিনাম শুনে
মোহিত হয়েছি আমি
চিরদিন তোর অধীন আছিরে বল হরি হরি তুমি

১৪

ব্রজের বিভব দেখ এই সব
বিরজার তীরে আছে
সেই রাসমঞ্চ কোকিল ভ্রমর শুক শারী শিখী নাচে

১৫

বাৎসল্য মধুর পূর্ণ বৃন্দাবন
সদাই হৃদয়ে জাগে
হরিভক্ত তুমি সেই ভাবে হরি হরি বল অনুরাগে

১৬

হরির মুখেতে হরিনাম শুনে
জয়দেব যোগী মাতে
হরির চরণ জড়াইয়া ধরে ধূলায় গড়ায় পথে

১৭

আসি ভক্ত সব ঘেরে দাঁড়
হরি দাঁড়াইল মাঝে
ভক্ত হরি বলে হরি হরি বলে অতি অপরূপ সাজে

১৮

এক বারে একভাবে হরি হরি
উঠিল মধুর রব
হরিনাম সুধাপানে তৃপ্ত হল ত্রিভুবনবাসী সব।

———

ধ্রুব।

ভক্তিময় তুমি তত্ত্ব জ্ঞানে মত্ত
পেয়েছ হৃদয়ে পরম পদার্থ
শৈশব-সন্ন্যাসী তোমার সমান
কে আছে জগতে এত জ্ঞানবান্
শিশুকালে ছাড় জননীর কোল
কিছুই জাননা জান হরিবোল
নাই অঙ্গে বাস উলঙ্গ উন্মাদ
তুমিই জেনেছ নাম-সুধাস্বাদ
একাকী বেড়াও কাননে কাননে
নির্ভয় হৃদয়ে হরি অন্বেষণে
কোথা আছ পদ্মপলাশলোচন
দেখা দাও বলি করিলে রোদন
অন্তরে আকুল ভকত-বৎসল
দয়ার সাগর পবিত্র নির্ম্মল
তোমার হৃদয়ে হইয়া উদয়
করুণানিধান করেন অভয়
তবু তুমি ভাস নয়নের জলে
কাতরেতে ডাক দেখা দাও বলে
নিরাকার বিভু মহাতেজোরাশি

আসিতে হইল আকার প্রকাশি
পীতাম্বর শ্যাম কলেবর বাঁকা
গলে বনমালা শিরে শিখিপাখা
বামে সিন্ধুসুতা বিশ্ববিমোহিনী
ভকতবৎসলা জগত জননী
তব অঙ্গধূলা ঝাড়িয়া আঁচলে
চুম্বিয়া বদন লইলেন কোলে।
সর্ব্বলোকোপরি স্থাপি ধ্রুব লোক
তার অধোভাগে বৈকুণ্ঠ গোলোক
সদা পুষ্পবৃষ্টি স্বর্গীয় সৌরভ
সদাই আনন্দ হরিনামোৎসব
হরি সংকীর্ত্তন হয় ধ্রুব লোকে
কৈলাসে শঙ্কর শুনেন তা সুখে
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা শুনেন সে গান
ধন্য সাধু ধ্রুব ধন্য পুণ্যবান্
শুনিয়া সে গান সুরলোক মোহ
সুধা প্রস্রবণ ঝরে অহরহ
হরি হরি প্রতিধ্বনি সর্ব্ব দিকে
সর্ব্ব দিকপাল শুনেন পুলকে
স্বর্গ মর্ত্ত্য অধঃপূর্ণ হরি ভাবে
জগৎ পূর্ণিত হৈল হরি রবে

শাখে বসে শিখী নাচে হরি বলে
সুখে শারীশুকে হরি হরি বলে
শূন্যভেদী রব বহে সর্ব্ব স্থানে
হরি বলে বায়ু প্রবাহ বিমানে
কলনাদে সিন্ধু বলে হরি হরি
হরি বলে গুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী
পর্ব্বত কানন স্থাবর সকল
হরিনাম শুনে ভাবে ঢল ঢল
হয় ধ্রুব লোকে সুধার সঙ্গীত
শুনে ভক্ত জন হৃদয় মোহিত
শুনে সাধু সব এই ভূমণ্ডলে
ধন্য ধ্রুব বলে নাচে বাহু তুলে
ধন্য ধন্য হরি এ পবিত্র নাম
ধন্য হে বৈষ্ণব ধন্য পরিণাম
ধন্য প্রেম যার হরিতে ভকতি
ধন্য হে ভাবুক অসীম শকতি
ধন্য মর্ত্ত্যে যে হরি তত্ত্বে থাকে
ধন্য যে রসনা হরি বলে ডাকে
জীবন ধারণ ধন্য তার দেহ
হরিনামামৃত পিয়ে অহরহ
গর্জ্জে কাদম্বিনী হরি হরি বলে

হরি হরি বলে সৌদামিনী খেলে
হরিনাম মিশ্র বর্ষে বৃষ্টি জল
সুধা ধারা করে শরীর শীতল
যাহা শুনি যেন হরি হরি রব
যাহা দেখি সেই হরিময় সব
যাহা ভাবি যেন হরি ভাবি মনে
যেথা যাই যাই হরি অন্বেষণে
যাহা বলি যেন বলি হরিনাম
সকলিই লাগে হরির সমান
হরি বলে স্থির সরসীর জল
হরি বলে ফুটে কমল সকল
হরি হরি বলে পূর্ণ চন্দ্র হাসে
উথলে সাগর হরি প্রেমোল্লাসে

সম্পূর্ণ।